৫০৩৫
দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 30 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3
031

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

বিএম কলেজের সমস্যা

ঐতিহ্যবাহী সরকারী ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি, শিক্ষক সমস্যা, আবাসিক সমস্যা, প্রশাসনিক ভবন সমস্যা, রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদির অভাবে, কলেজটি আজ ইতিহাসের নিরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণীকক্ষের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন কোন সময় ক্লাস বন্ধ থাকে। স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল না থাকায় কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। এনাম কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী ১০৭টি শিক্ষকের পদ রয়েছে অথচ এখানে ৭৭ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। বাদবাকী ৩০টি পদ শূন্য রয়েছে। ছাত্রীবাস নিয়ে ছাত্রীরা এবং ছাত্ররা মিছিল, মিটিং, ঘেড়াও পর্যন্ত করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করা হয়নি। আজ যেখানে ছাত্ররা বসবাস করছে সেখানে না আছে নিরাপত্তা, না আছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। ছাত্রাবাসের অবস্থা তথৈবচ। খাবার পানির অভাবে এবং বিদ্যুতের অভাবে ছাত্রাবাসগুলোর অবস্থা ভূতের বাড়ীর মতো। সব চেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো প্রশাসনিক ভবনটি অত্যন্ত অপরিসর। নীচ তলায় অফিস কক্ষে হেঁটে যাবার পথ নেই। প্রশাসনিক ভবনটি মনে হয় যেন একটি গুদাম ঘর। কলেজ লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বই নেই।

একটি কেন্টিন তাও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে।

বিজ্ঞানাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই। কলেজের আভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে পরে রয়েছে। বিদ্যুৎ এই আছে এই নেই। পরীক্ষার সময় ছাত্ররা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পড়াশুনা করে। কলেজের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে ৭৪ জন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ খালি রয়েছে ১২টি।

প্রধান করণিকের পদটি শূন্য। শূন্য পদ পূরণ করেও আরো ৩০ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রয়োজন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনারের বই কেনা সবই হয় ছাত্রদের টাকায়। কলেজে ৯টি সম্মান কোর্সসহ ৪টি স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক সমস্যাসহ বিএম কলেজটি ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাচীন বটগাছের মত।

—প্রবীর দত্ত।